সংবাদ

তারিখ ... 22 NOV 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি হাইস্কুলে ভর্তির নীতিমালা জারি

- ভর্তি লটারিতে
- ফি সর্বোচ্চ-৭শ' টাকা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির বাধ্যবাধকতা রেখে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা জারি করেছে সরকার। এতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। জেএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে। এবার ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরমের দাম

সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

সরকারি : হাইস্কুলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা। তবে মেশন ফিসহ ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৭০০ টাকা। ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের ৫০ শতাংশ ভর্তি পরীক্ষার খরচ বাবদ ব্যয় করা হবে। বাকি ৫০ শতাংশ অর্থ ভর্তি কমিটির কাছে জমা দিতে হবে।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এই নীতিমালা জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ১ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর পাশাপাশি অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ 'সংবাদ'কে বলেন, রাজধানীর ৬টি সরকারি হাইস্কুলসহ দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একই নীতিমালার আলোকে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন, ঢাকার বাইরের বিদ্যালয়গুলোতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি নীতিমালার আলোকে তাদের সুবিধামতো সময়ে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করবে।

প্রসঙ্গত, বিগত বছরের নীতিমালা পর্যালোচনা করে প্রতিবছরই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা জারি করা হয়। আর গত বছর প্রথমবারের মতো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে মোট আসনের ১০ শতাংশ কোটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য রাখতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঁচ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য দুই শতাংশ কোটা রাখার কথাও বলা হয়েছে নীতিমালায়।

ঢাকা মহানগরী এলাকায় শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তদারকির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি করা হবে। এছাড়া নীতিমালা অনুযায়ী, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে আট সদস্যের এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি করতে হবে।